কর্মক্ষেত্র

ম্যানেজমেন্টের চার নতুন শাখায় এম বি এ

শিল্পের প্রয়োজনেই উঠে এসেছে পাবলিক সিস্টেমস ম্যানেজমেন্টের নতুন চারটি স্পেশ্যালাইজেশন। এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, হেলথ কেয়ার ও হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের এম বি এ কোর্স পড়া যাচ্ছে ভারতের প্রথম বি-স্কুল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে। ভর্তির জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, পরিবহণ, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা— এই চারটি ক্ষেত্রকে দেশের আর্থিক প্রগতির নিরিখে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে আগামী দিনে বিনিয়োগ বাড়বে, নতুন অনেক সংস্থার আগমন ঘটবে এবং প্রচুর প্রশিক্ষিত লোকেরও প্রয়োজন হবে। সব মিলিয়ে এই চার ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলোয় প্রচুর চাকরির সুযোগ তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে।

কিন্তু কেন বিশেষ করে এই চারটি ক্ষেত্রই? কারণটা বোঝা যাবে এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে সমৃদ্ধির বর্তমান প্রবণতার দিকে তাকালে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০২০ সালের মধ্যে বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে ভারত সরকারের। এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে বেসরকারি বিনিয়োগও। ক্লাইমেট গ্রুপ-এর রিপোর্ট অনুসারে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অন্তত ৬০ হাজার কোটি, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ৩২ হাজার কোটি, ছোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ২৭ হাজার কোটি এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য ৩২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে। নতুন প্রকল্প শুরু হলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচুর প্রশিক্ষিত লোকেরও দরকার হবে।

পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা

ভারতে সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা শিল্পের রমরমা এখন। পণ্য ও পরিষেবা শিল্পের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রয়েছে পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার। একটি পণ্য তৈরির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে তৈরি পণ্যটি ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থার ভূমিকা রয়েছে। লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রে আগামী দিনে কয়েক লক্ষ লোকের দরকার হবে বলে অনুমান। সাপ্লাই চেন ডেটা অ্যানালিটিক্স-এর পেশাদারদের চাহিদাও সেইসঙ্গে দ্রুত গতিতে বাড়ছে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

শিল্পক্ষেত্রে এখন প্রতি পদক্ষেপে পরিবেশবিধি মেনে চলতে হয়। ফলে অটোমোবাইল, সার, রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল, খনি, টেক্সটাইল প্রভৃতি শিল্পে তো বটেই, সরকারি পরিবেশ, বন, পর্যটন, নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যেও পরিবেশ-সংক্রান্ত পেশাদারদের প্রয়োজন রয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, এনভায়রনমেন্টাল কনসালটেন্সি ফার্ম, এন জি ও এবং পরিবেশ-বিষয়ক গবেষণা সংস্থাগুলিতে পেশাদারদের চাহিদা খুব দ্রুত হারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে, গত ১০ বছরে বার্ষিক ১০ হাজার চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে এক্ষেত্রে। আগামী দিনে চাকরির সুযোগ আরও বাড়বে বলেই বিশেষজ্ঞদের মত।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

চিকিৎসা পর্যটনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। প্রথম স্থানটি থাইল্যান্ডের। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ মানুষ ভারতে আসেন। রয়েছে বিপুল অভ্যন্তরীণ চাহিদা। দেশজুড়ে চিকিৎসা-পরিকাঠামোর ব্যাপ্তি বাড়ছে দ্রুত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে একশো শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি, এদেশে স্বাস্থ্যবিমা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ঘটছে ক্রমাগত। কর্পোরেট চিকিৎসা সংস্থা পরিচালনার জন্য প্রচুর সংখ্যক পেশাদারের দরকার হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

চাকরি হয়ে যায় কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই

ডঃ জয়ন্তী দে
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, পাবলিক সিস্টেমস বিভাগ
কোর্স কো-অর্ডিনেটর, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট

পাবলিক সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের চারটি স্পেশ্যালাইজেশন, তথা এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের উদ্ভব ঘটেছে জরুরি প্রয়োজনেই। কারণ, শিল্পই বলুন বা পরিষেবা ক্ষেত্র— ম্যানেজমেন্টের এই স্পেশ্যালাইজেশনগুলির পেশাদারদের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফলে গোটা দেশেই চাকরির বাজারও ভালো। কোর্স শেষ হওয়ার অনেক আগেই চাকরির জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসিংয়ের আয়োজন করা হয়। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের চাকরি হয়ে যায় ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস প্রোভাইডার সংস্থায় চাকরি করছে। স্পেশ্যালাইজেশন অনুসারে নিয়োগ করেছে যেসব সংস্থা, সেগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়েবরেডা, ডব্লু বি পি ডি সি এল, ডব্লু বি এস ই ডি সি এল, ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্টস, প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্স, আই টি সি লিমিটেড, সি ই এস সি, সেইল, ইউনিসেফ, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস, অম্বুজা সিমেন্ট, বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ওখার্ড কিডনি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, ভাসান আই কেয়ার, আর এন টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতার অ্যাপোলো গ্লেনেগলস, উডল্যান্ডস হসপিটাল, পিয়ারলেস হসপিটাল, ফ্লিপকার্ট, প্যান্টালুনস, স্যামসুং, ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ, নেসলে, টাটা এন ওয়াই কে প্রভৃতি। কিছু সংস্থার কথা উল্লেখ করলাম। ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট ও লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের এম বি এ ডিগ্রিধারী ছেলেমেয়েরা বিদেশেও চাকরি করছে। এবছরও পাঁচজন ছাত্রছাত্রী বিদেশে যাচ্ছে। নির্বাচন হয়ে গেছে। ওরা যাবে জুন মাসে।

আসলে বাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই পাবলিক সিস্টেমসের সংশ্লিষ্ট চার স্পেশ্যালাইজেশনের জন্য কোর্স কারিকুলাম তৈরি করেছিল আই আই এস ডব্লু বি এম। তাই ভালো করে কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ছেলেমেয়েদের যে চাকরির অভাব হবে না, সে-কথা জোর দিয়েই বলা চলে।

কোথায় পড়বেন

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে (আই আই এস ডব্লু বি এম) এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট এবং হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের এম বি এ ডিগ্রি কোর্স পড়া যায়। কোর্সগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

http://ekarmakshetra.com/showtext.aspx?parentid=3269&boxid=42849692&issuedate=642018

ম্যানেজমেন্টের চার নতুন শাখায় এম বি এ

তেরোর পাতার পর

স্পেশ্যালাইজেশন অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা

এনার্জি ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ব্যাচেলর্স ডিগ্রি অথবা এ এম আই ই অথবা ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথমেটিক্স বা ইকনমিক্সে অনার্স ডিগ্রি অথবা বি বি এ বা বি সি এ বা এম সি এ ডিগ্রি।

ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ সায়েন্স বা কমার্স বা ইকনমিক্সের অনার্স ডিগ্রি অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিগ্রি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ডিগ্রি বা এ এম আই ই।

হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ যে-কোনও শাখায় অনার্স ডিগ্রি অথবা এম বি বি এস বা আয়ুষ বা বি এইচ এম এস বা বি এ এম এস বা বি ইউ এম এস বা বি ডি এস বা ফিজিওথেরাপি বা অপ্টোমেট্রির ডিগ্রি অথবা এল এল বি বা বি বি এ অথবা ফার্মাসি বা নার্সিং বা নিউট্রিশন বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এ এম আই ই।

এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ সায়েন্স বা ইকনমিক্সের অনার্স ডিগ্রি বা বি বি এ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা এ এম আই ই। ২০১৮-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য প্রার্থীর ২০১৭ বা ২০১৮-র ম্যাট স্কোর অথবা ২০১৭-র ক্যাট বা সি-ম্যাট বা জে ই-ম্যাট বা গেট বা এ টি এম এ অথবা জ্যাট স্কোর থাকতে হবে।

কোর্স ফি: ২ বছরের কোর্স ফি ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মোট দু'টি কিস্তিতে ফি জমা দেওয়া যাবে। কোর্স শেষে কশান মানি বাবদ জমা রাখা ১০ হাজার টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। কোর্স ফি বাবদ ব্যাঙ্ক থেকে শিক্ষাঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে।

কীভাবে ভর্তি

২০১৮-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে ১ জুন পর্যন্ত। ক্লাস শুরু হবে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।

আবেদনের ফি ৯০০ টাকা। আবেদনের ফর্ম সরাসরি কিনতে পাওয়া যাবে প্রতিষ্ঠানের এই ঠিকানা থেকে: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্কোয়্যার (ওয়েস্ট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

অথবা, আবেদনের ফর্ম ডাউনলোড করে নিতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.iiswbm.edu এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অফিসে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় আবেদনের ফি বাবদ ৯০০ টাকা জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইনেও আবেদন করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে এম বি এ-পাবলিক সিস্টেমে (এম বি এ-পি এস) ক্লিক করে স্পেশ্যালাইজেশনের বিষয় বাছাই করতে হবে। ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে।

আবেদনের ফর্ম ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করলে ফি দিতে পারেন এস বি আই চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করা যাবে একই ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিতে হবে পাওয়ার জ্যোতি অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩২৪৯৫৬৫৬৭১০-এ।

প্রার্থী বাছাই করা হয় ম্যাট বা উল্লিখিত কোনও অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের স্কোরের ভিত্তিতে এবং গ্রুপ ডিসকাশন বা পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.iiswbm.edu তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে: ২২১৯-১৬৮৩, ৪০২৩-৭৪৭৪, ২২৪১-৩৭৫৬।

http://ekarmakshetra.com/showtext.aspx?parentid=3270&boxid=42952333&issuedate=642018